সংগ্রাম ও সংগঠনের অধিকার বিপন্ন

সাম্রাজ্যবাদীদের তৈরি করে দেওয়া বিশ্বায়ন-উদারীকরণের যে নীতিতে শ্রমিকশ্রেণী বিপর্যস্ত, ঠিকা প্রথায়, ও নানারকম চুক্তিতে বেঁধে ৫০/৬০ টাকা রোজে মুখে রক্ত উঠিয়ে শ্রমিকদের কাজ করতে বাধ্য করা হচ্ছে, যে সর্বনাশা নীতিতে দেশী-বিদেশী পুঁজিপতিদের স্বার্থে কৃষি ব্যবস্থা নয়ছয় করা হচ্ছে, অন্যদিকে কৃষক সর্বস্বান্ত হচ্ছে, আত্মহত্যা করে জ্বালা জুড়োতে হচ্ছে — সেই বিশ্বায়ন-উদারীকরণের নীতির বিরোধিতা করা কি রাষ্ট্রবিরোধিতা ? প্রতিষ্ঠিত সমস্ত বাম-ডান পার্টিদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তলাকার মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহ-সংগ্রাম ধীরে ধীরে জাগছে, তার পক্ষে দাঁড়ানো এবং তাদেরকে নিজেদের ভাগ্য নিজেদেরই বুঝে নেওয়ার জন্য স্বাধীনভাবে সংগঠিত হতে সাহায্য করা কি অপরাধ ? এবং সেই অপরাধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার দায়ে অভিযুক্ত হয়ে মাসের পর মাস জেলে কাটাতে হবে ? আপনিই বলুন, বড় পুঁজিপতি ও সমাজের উপরতলাকার নয়া-বড়লোকদের স্বার্থে তৈরি শিল্পায়নের নীতিকে বাধা দেওয়া বা তার বিরোধিতা করাও কি দণ্ডনীয় অপরাধ ?

সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে সংগ্রামী কৃষক জনগণকে সাবাস দেওয়া, তাদের পক্ষে দাঁড়ানো এবং ক্ষেতমজুর গরিব চাষীকে আলাদাভাবে সংগঠিত হতে হবে – এই আহ্বান তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রদ্রোহিতার দায়ে অভিযুক্ত হতে হবে ? হ্যাঁ, ঠিক এই অপরাধেই শ্রমিক সংগ্রাম কমিটির কর্মী মিঠু ঘোষ রাষ্ট্রদ্রোহিতার দায়ে অভিযুক্ত হয়ে প্রায় আড়াই মাস জেলে বন্দী হয়ে আছেন। হাইকোর্টেও জামিন হয়নি। পুলিশ বলল, মিঠু ঘোষ সি.পি.আই.(মাওবাদী) দলের অর্থাৎ মাওবাদী একজন নেতা, আদালত তাই মেনে নিল। শ্রমিক সংগ্রাম কমিটির বিশ বছরের কর্মী মিঠু ঘোষকে বানিয়ে দেওয়া হল মাওবাদী নেতা।

কলে-কারখানায় ও গ্রামাঞ্চলে তলাকার শোষিত নিপীড়িত মানুষ, যারা দীর্ঘদিনের জড়তা ঝেড়ে ফেলে, স্বাধীনভাবে দাঁড়িয়ে জীবন-জীবিকার জন্য লড়াই শুরু করেছেন তাদের কাছে উদ্বেগের বিষয় এটাই। আমরা গত কয়েক বছর ধরেই লক্ষ্য করছি, বিশ্বায়ন-উদারীকরণের হামলা যতই তীব্র হচ্ছে এবং যেখানেই বড় পুঁজিপতিদের মুনাফা-অতি মুনাফার অভিযান ও পরিকল্পনার বিরুদ্ধে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ গড়ে উঠছে সেখানেই সরকারের পুলিশ প্রশাসন কী জঘন্য হিংস্রতায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে, সে পস্কো, কলিঙ্গনগর, নন্দীগ্রামের সেজ-বিরোধী সংগ্রামই হোক, হন্ডার শ্রমিকদের প্রতিরোধই হোক, বা পশ্চিমবাংলার শ্রমিকদের সমস্ত পুরোনো ইউনিয়নগুলির থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সংগ্রাম ও সংগঠন গড়ার ক্ষেত্রেই হোক। পুলিশ-প্রশাসন-সরকারের অসহিষ্ণুতা বাড়ছে – মারমুখী হচ্ছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, পুলিশ-প্রশাসনের এই অন্যায় জুলুম অত্যাচার যদি দেশের বিচারব্যবস্থা তথা আদালতের প্রশ্নের মুখে না পড়ে, তাহলে আমরা কোন ভয়ঙ্কর দিনের দিকে চলেছি ? সংগ্রাম ও সংগঠনের অধিকার আইনের কেতাবে থাকলেও বাস্তবে তার কি কিছু মানে থাকবে ? সি.পি.আই.(এম.) নেতারা বলে দেবে কোন একজন মাওবাদী বা অমুক বা তমুক, পুলিশ প্রশাসন সেটা মেনে নেবে, কিন্তু আদালতও কি তাতে স্বাক্ষর বসিয়ে দেবে ? এইভাবে চলতে থাকলে শ্রমিক-কৃষক জনগণের প্রতিরোধ যত বাড়বে বিষয়টা কি তখন শুধুমাত্র মাওবাদী বা অমুক-তমুকের ছাপ্পা বসিয়ে দেওয়ার মধ্যেই আটকে থাকবে ? এভাবে চলতে থাকলে আমাদের দেশের গণতন্ত্রের যেটুকু অবশিষ্ট আছে তাকে শুষে নিয়ে গণতন্ত্রের একটা কঙ্কালই কি শুধু পড়ে থাকবে না ? শাসকশ্রেণী কি সেদিকেই আমাদের দেশকে নিয়ে যেতে চাইছে ? উদ্বেগের বিষয় এটাই।

প্রসঙ্গত, হাইকোর্টে মিঠু ঘোষের জামিন না হওয়ায়, আমরা কথা বলে দেখেছি, সেখানকার অনেক উকিলই বিস্মিত হয়েছেন। তার কারণও আছে। যেমন ধরুন, নন্দীগ্রামে সি.পি.আই.(এম.) নেতাদের কথায় মিঠু যখন গ্রেপ্তার হয় তখন তার কাছে কিছু পত্রিকা ছিল। সেগুলি কী ? “সন্ধিক্ষণ” – যা ১৯৭২ সাল থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। “শ্রমিক ইস্তাহার” – যা ১৯৭৮ সাল থেকে সরকারিভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। “কৃষক পথ” – যার প্রকাশনাও আঠাশ বছরের। আর ছিল শ্রমিক সংগ্রাম কমিটি ও কৃষক কমিটির কিছু কাগজপত্র ও ইস্তাহার। সন্ধিক্ষণ পত্রিকার জন্ম হয়েছিল বামদলগুলির সংস্কারবাদী-সুবিধাবাদী রাজনীতি ও সি.পি.আই.(এম.এল.)-এর ট্রেড-

ইউনিয়ন বয়কট, নির্বাচন বয়কট, শ্রেণীশত্রু খতম ইত্যাদি বাম হঠকারী লাইনের বিরোধিতা করে। সেই ধারাবাহিকতা আজ ছত্রিশ বছর ধরেই চলছে। প্রচণ্ড প্রতিকূলতার মধ্যেও এই পত্রিকা শ্রেণীসংগ্রামের পতাকাকেই ধরে রেখেছে এবং বিপরীতে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন সশস্ত্র কিছু সংগ্রাম তথা "অ্যাকশন"এর বিরোধিতা করে এসেছে এবং শ্রমিকশ্রেণীকে শ্রেণীসচেতন করে তোলার কাজেই ভূমিকা নেবার চেষ্টা চালিয়েছে। শ্রমিক ইস্তাহারও শ্রমিকদের কাগজ, যা বাস্তব ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলনের সমস্যা এবং সাথে সাথে শ্রেণী হিসেবে সংগঠিত হবার কথাই তুলে ধরেছে। কৃষকপথও অনুরূপভাবে গ্রামের ক্ষেতমজুর, গরিব চাষীর সংগ্রামের কাগজ। মিঠু ঘোষ যে সংগঠনের কর্মী, সেই শ্রমিক সংগ্রাম কমিটি (যার জন্ম ১৯৭৮ সালে) গার্ডেনরীচ জাহাজ কারখানা, হিন্দুস্তান লিভার, আরকো, ভারত ব্যাটারীসহ পঞ্চাশের অধিক ট্রেড-ইউনিয়নে নেতৃত্বে থেকে ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলনের সঠিক দিশা দেবার চেষ্টা চালিয়ে এসেছে, সংগ্রামী শ্রমিকদের শ্রেণীসচেতন করার প্রচেষ্টা চালিয়েছে এবং কৃষক জনগণের সংগ্রামের পাশে শ্রমিকদের দাঁড়ানোর কথা বলে এসেছে। সন্ধিক্ষণ পত্রিকার সাথে সুর মিলিয়ে আমরা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরোধিতা যেমন করেছি তেমনি পাশাপাশি ওপর থেকে করা বিচ্ছিন্ন সশস্ত্র সংগ্রাম বা অ্যাকশনের বিরোধিতা করে এসেছি। বিরোধিতা করেছি এইজন্যই যে এই ধরনের বিচ্ছিন্ন সশস্ত্র কার্যকলাপ শ্রেণীসংগ্রামের পক্ষে কাজ করে না বরং তার অন্তরায়।

যাই হোক ওপরে উল্লেখিত পত্রিকাগুলি এবং আমাদের কিছু কাগজপত্র যা পুলিশের অভিযোগপত্রে প্রথমেই উল্লেখিত হয়েছে (সেগুলিই বাস্তবে মিঠুর কাছে ছিল) তা দিয়ে মিঠুকে মাওবাদীও বলা যায় না, আর জেলে ঢুকিয়ে দেবার ছাড়পত্রও পাওয়া যায় না। তাই পরবর্তী সময়ে খুদি খুদি অক্ষরে ঢুকিয়ে দেওয়া হল সি.পি.আই.(মাওবাদী)-দের কিছু পত্রিকা ও ইস্তাহারের নাম। এগুলি যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে তা অভিযোগপত্রের ওপর একবার চোখ বোলালে আপনি নিজেই ধরতে পারবেন। এই মিথ্যাটা আরো অনেক কিছুর মতই আদালতের নজরে পড়ল না। বিষয়টা শুধু বিস্ময়ের নয়,বরং যথেষ্ট উদ্বেগের।

সাথী আরো আছে এবং সেটাই সবচেয়ে বেশি উদ্বেগের বিষয়। শ্রমিক-কৃষকেরা সমস্ত প্রতিষ্ঠিত পার্টিদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যে নতুন সংগ্রাম ও সংগঠন গড়ে তুলছে তাকে এই রাজ্যে সি.পি.আই.(এম.) সরকার ও তার পুলিশ-প্রশাসন যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে, ভয় দেখিয়ে স্তব্ধ করে দিতে চাইছে তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আমরা ঐখানে দেখবো। আপনারা কি কখনো দেখেছেন বা শুনেছেন যে কোন সংগঠনের একজন কর্মীকে ধরলে (অবশ্যই মিথ্যা মামলায়) সেই সংগঠনের সমস্ত নেতাদেরকেও সেই মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়া হয়েছে ? এই নেতাদের মধ্যে তাঁরাও আছেন যাঁরা দীর্ঘ ২৫/৩০বছর ধরে সন্ধিক্ষণ, শ্রমিক ইস্তাহার ইত্যাদি পত্রিকার সম্পাদকের ভূমিকায় কাজ করে চলেছেন। সংগ্রাম ও সংগঠনের অধিকারের উপর এই আঘাত আগামীদিনে আরো কত ভয়ংকর চেহারা নেবে সেটা ভবিষ্যতই বলবে, তবে যা হচ্ছে তা যে রীতিমত বিপজ্জনক তাতে কোন সন্দেহ নেই!

শ্রমিক সংগ্রাম কমিটি ও কৃষক কমিটি শ্রমিকশ্রেণী ও ক্ষেতমজুর-গরিব চাষীদের সংগ্রামের সাথে আছে, থাকবে এবং রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস সত্ত্বেও থাকবে। সবচেয়ে বড় কথা, শ্রমিক ও গ্রামাঞ্চলের তলাকার মানুষ দীর্ঘকাল মার খেতে খেতে আজ একটু একটু করে যে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধে জেগে উঠছে, কোন আঘাতই তাকে থামাতে পারবে না। লড়াই করেই তারা সংগ্রাম ও সংগঠনের অধিকারকে সুরক্ষিত করবে এবং প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দিকে এগিয়ে যাবে।

শ্রমিক সংগ্রাম কমিটি ও কৃষক কমিটি

সংগ্রাম ও সংগঠনের দাবীতে

শ্রমিক-কৃষকের প্রতিবাদ সভা

৩মে, মৌলালী যুবকেন্দ্র, বিকাল ৩টে

সংগঠন দুটির পক্ষে কমল তেওয়ারি (মোবাইল-৯৯০৩৫৯২০৬৪), জে ৩৩, পাহাড়পুর রোড, কলকাতা -৭০০০২৪, কর্তৃক প্রকাশিত ও রয়াল প্রিন্টার্স, গার্ডেনরীচ থেকে মুদ্রিত